# প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক
## প্রধান কার্যালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ৭১-৭২ ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০


"মুজিববর্ষের সেবা নিন
প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সহজ ঋণ"

পরিপত্র নং-১১/২০২১ তারিখঃ ০৩.০৩.২০২১

ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ

**বিষয়ঃ "প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক সাধারণ ঋণ নীতিমালা, ২০২১" অনুমোদন প্রসঙ্গে।**

ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের গত ৩১.০১.২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭৭তম সভায় "প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক সাধারণ ঋণ নীতিমালা, ২০২১" পরিচালনা পর্ষদের অডিট কমিটির সুপারিশসহ নতুন ঋণ সেবা চালুকরণের প্রস্তাবনা পর্ষদের সদয় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলে পর্ষদ নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত প্রদান করে।

"প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক সাধারণ ঋণ নীতিমালা, ২০২১" পরিশিষ্ট-"ক" অনুযায়ী অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।"

২.০ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের নতুন এ ঋণ সেবা সকল সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

৩.০ এই নীতিমালা জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে।

সংযুক্তিঃ পরিশিষ্ট-"ক" অনুযায়ী নীতিমালা ০৬ (ছয়) পাতা।

০৩-০৩-২০২১
(মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান)
বিভাগীয় প্রধান

সকল শাখা ব্যবস্থাপক
প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক।

অনুলিপিঃ
০১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
(ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
০২। উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
(উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
০৩। মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
(মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
০৪। বিভাগীয় প্রধান (সকল), প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৫। বিভাগীয় প্রধান, আইটি বিভাগ, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
(ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
০৬। অফিস কপি।

# "প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক সাধারণ ঋণ নীতিমালা, ২০২১"

১. ভূমিকাঃ অভিবাসী কর্মী ব্যতিত সাধারণ জনগণকে ব্যাংক সহজ শর্তে জামানতবিহীন/জামানতসহ ঋণ প্রদান করবে যা "প্রবাসী কল্যাণ সাধারণ ঋণ" হিসাবে বিবেচিত হবে।

২. শিরোনামঃ এই নীতিমালা "প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক সাধারণ ঋণ নীতিমালা, ২০২১" নামে অভিহিত হবে।

৩. উদ্দেশ্যঃ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সেবা সকল মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে অভিবাসী কর্মী ব্যতিত সাধারণ জনগণকে সহজ শর্তে জামানতবিহীন/জামানতসহ ঋণ প্রদান।

৪. সংজ্ঞাঃ- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকলে, এই নীতিমালায় –

ক. "সাধারণ জনগণ" অর্থ অভিবাসী কর্মী ব্যতিত বাংলাদেশের সকল নাগরিক;
খ. "ব্যাংক" অর্থ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক;
গ. "ইকুইটি" অর্থ ব্যবসায়ে মালিকের অংশ।
ঙ. "পরিশিষ্ট" অর্থ এই নীতিমালার সাথে সংযোজিত পরিশিষ্ট;

৫. ঋণ এর খাতসমূহঃ
ক) কৃষি খাতঃ
১. মৎস্য সম্পদ
২. প্রাণী সম্পদ

খ) কুটির শিল্প/ক্ষুদ্র শিল্প প্রকল্প
গ) মাঝারী শিল্প
গ) বাণিজ্যিক খাত

৬. ঋণের ধরণঃ
ক) প্রকল্প ঋণ (Project loan);
খ) চলতি পুঁজি/ (Working capital)/ নগদ ঋণ (Cash Credit)

৭. ঋণ সীমাঃ
প্রকল্প ঋণ ও চলতি পুঁজি/নগদ ঋণ এর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ঋণ সীমা ২০.০০ (বিশ) লক্ষ টাকা।

৮. ঋণ বিতরণের পরিমাণঃ প্রতিবছর ঋণ বিতরণের জন্য নির্ধারিত বাজেটের ২০%।

৯. ঋণের প্রকৃতিঃ
যে কোন পরিমাণ ঋণের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতা/গ্যারান্টরের মালিকানাধীন জামানতকৃত স্থাবর সম্পত্তি রেজিস্ট্রি মর্টগেজমূলে ব্যাংকের অনুকূলে দায়বদ্ধ থাকবে। পাশাপাশি আদালতের হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের নিমিত্তে রেজিস্টার্ড আমমোক্তারনামা নিতে হবে। এক্ষেত্রে ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য একজন গ্যারান্টারের গ্যারান্টি;

১০. ব্যাংক ঋণ পাওয়ার যোগ্যতাঃ
ক) বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে;
খ) প্রকল্প/ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এলাকায় অবস্থিত শাখায় ঋণের আবেদন করতে হবে।
গ) বয়স ১৮ থেকে ৬০ বৎসরের মধ্যে হতে হবে।
ঘ) প্রকল্প/প্রতিষ্ঠান পরিচালনার বিষয়ে যোগ্যতা/অভিজ্ঞতা/প্রশিক্ষণ থাকতে হবে (স্বপক্ষে প্রমাণপত্র থাকলে নিতে হবে। প্রমাণপত্র না থাকলে শাখা ব্যবস্থাপক যাচাই করে ঋণ দিতে পারবে।)
ঙ) অন্য কোন ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান/ এনজিও অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ খেলাপি ব্যক্তি ঋণ পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না (শাখার অধিক্ষেত্রের ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে গোপনীয় মতামত নিতে হবে)।

চ) উম্মাদ, দেউলিয়া, মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি, রাষ্ট্রদ্রোহী মামলার আসামী ঋণের জন্য আবেদন করতে পারবেন না।

১১. ঋণের আবেদন ফরম ও অন্যান্য ফিসঃ

ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে। প্রতিটি আবেদন ফরমের মূল্য =২০০/- টাকা। ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ গ্রহণের সময় প্রসেসিং ফি ১% (সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকা) এবং ১% সার্ভিস চার্জ (সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকা) নগদ প্রদান করতে হবে।

১২. ঋণের গ্যারান্টরের যোগ্যতাঃ

ক) ঋণ পরিশোধে সক্ষম ঋণ আবেদনকারীর পিতা/মাতা/স্বামী/স্ত্রী/ভাই/বোন/নিকটতম আত্নীয় এবং ঋণ পরিশোধে সক্ষম এমন ব্যক্তি যিনি আর্থিকভাবে সচ্ছল ও সমাজে গণ্যমান্য তিনিও গ্যারান্টর হতে পারবেন।

খ) যে কোন পরিমাণ ঋণের ক্ষেত্রে একজন গ্যারান্টর নিতে হবে।

গ) একজন গ্যারান্টর সর্বোচ্চ দুইজন ঋণ গ্রহীতার গ্যারান্টর হতে পারবেন।

১৩. সুদের হারঃ

সরকার, বাংলাদেশ ব্যাংক ও ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত সুদের হার অত্র ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। সুদের হার হবে পুরুষ ঋণ গ্রহীতাদের ক্ষেত্রে ৯% এবং মহিলা ঋণ গ্রহীতাদের ক্ষেত্রে ৭% (সরল সুদ)।

১৪. ঋণ ও ইক্যুইটি অনুপাতঃ

ক) প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে ঋণ ও ইক্যুইটি (ব্যাংকঃ গ্রাহক) অনুপাত হবে ৭০:৩০। অর্থাৎ ঋণ গ্রাহকের ইক্যুইটি হবে ন্যূনতম মার্জিন ৩০%।

খ) ক্যাশ ক্রেডিট/ওয়ার্কিং ক্যাপিটেল ঋণের ক্ষেত্রে ন্যূনতম মার্জিন ৪০% ।

১৫. হিসাব খোলাঃ

ঋণ বিতরণের পূর্বে অত্র ব্যাংকে ন্যূনতম ১০০০.০০ (এক হাজার) টাকা জমা করে চলতি হিসাব / ৫০০.০০ (পাচশত) টাকা জমা করে সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে হবে এবং অন্য যে কোন তফসিলি ব্যাংকে চলতি হিসাব/ সঞ্চয়ী হিসাব থাকতে হবে।

১৬. ঋণ মঞ্জুরী/ব্যবসায়িক ক্ষমতাঃ

ক) ঋণের পরিমাণ যাই হোক না কেন ঋণ মঞ্জুরী/ব্যবসায়িক ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালকের উপর ন্যস্ত থাকবে।

খ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক তার উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োজনবোধে অধীনস্থ কর্মকর্তাদের উপর আংশিক বা সামগ্রিকভাবে অর্পন (Delegation) করতে পারবেন।

গ) অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োজনবোধে ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাময়িকভাবে রহিত/স্থগিত করতে পারবেন।

১৭. হিসাব পদ্ধতিঃ

আলোচ্য ঋণের সুদ চার্জ ইত্যাদির হিসাব পদ্ধতি নিম্নরূপ-

(ক) ০৯% সরল সুদ হারে EMI (Equal Monthly Installment) পদ্ধতিতে সুদ আরোপ করতে হবে।

(খ) খেলাপী ঋণ গ্রহীতার হিসাবে মেয়াদোত্তীর্ণের পরবর্তী সময় নির্ধারিত সুদের হারের সাথে অতিরিক্ত ২% হারে সুদ চার্জ হবে।

১৮. সহজামানত/জামানততব্য সম্পত্তির বিষয়ে আইনগত মতামতঃ

সহজামানত/জামানততব্য ঋণের ক্ষেত্রে আইনগত মতামত গ্রহণ করতে হবে (আইনগত মতামতের ফি গ্রাহক বহন করবেন)। এ ক্ষেত্রে ঋণ আবেদনের সময় জামানততব্য সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত যাবতীয় দলিল পত্রাদি শাখায় জমা দিতে হবে।

১৯. জামানততব্য সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণঃ

জামানততব্য সম্পত্তির বাজার দর (Market Value) এবং মৌজা মূল্য এই দুইয়ের মধ্যে যেটি কম তার ন্যূনতম ১.৫০ গুন সহজামানত হিসেবে নিতে হবে।

২০. পল্লী এলাকার বসতবাড়ী বন্ধকী হিসাবে গ্রহণঃ

ভুমি সংস্কার বিষয়ক ১৯৮৪ সনের ১০নং অধ্যাদেশের আওতায় পল্লী এলাকার বসতবাড়ীর মালিককে আইনের কোন বিধান দ্বারা উচ্ছেদ করা যাবে না। তদ্প্রেক্ষিতে, পল্লী এলাকার বসতবাড়ী বন্ধক হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। বসতবাড়ী ৩৩ শতাংশ বাদ দিয়ে অতিরিক্ত হলে বন্ধক হিসেবে অতিরিক্ত অংশ নেয়া যাবে, তবে তা সুচিহ্নিত হতে হবে ও যাতায়াতের ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং বন্ধককালে তফসিলে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

২১. রেজিষ্ট্রি বন্ধক গ্রহণঃ

ক) যে কোন পরিমাণ ঋণের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে জামানতকৃত সম্পত্তি রেজিষ্ট্রি বন্ধক করতে হবে (রেজিষ্ট্রি বন্ধক ফি গ্রাহক বহন করবেন)।

খ) বন্ধকী সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত যাবতীয় দলিল পত্রাদির মেমোরেন্ডাম অফ টাইটেল ডিড নিতে হবে।

২২. ঋণ বিতরণ পদ্ধতিঃ

৩.০০ (তিন) লক্ষ টাকা পর্যন্ত মঞ্জুরীকৃত ঋণ ০১টি কিস্তির মাধ্যমে এবং ৩.০০ (তিন) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে মঞ্জুরীকৃত ঋণ ন্যূনতম ০২টি এবং সর্বোচ্চ ৫টি কিস্তির মাধ্যমে উদ্যোক্তার নামে A/C Payee/Order চেকের মাধ্যমে বিতরণ করতে হবে। প্রতিটি কিস্তির অর্থ সদ্ব্যবহার করা হয়েছে মর্মে নিশ্চিত হয়ে পরবর্তী কিস্তি বিতরণ করতে হবে।

২৩. ঋণের উদ্দেশ্য/ খাতঃ

দেশের বিদ্যমান আইন/ সময় সময় সরকার কর্তৃক ঘোষিত নির্দেশনা মোতাবেক নিষিদ্ধ নয় এবং বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক উৎপাদনশীল/বাণিজ্যিক/সেবামুলক যে কোন অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ঋণের খাত হিসাবে বিবেচিত হবে। নিম্নে খাতসমূহ উল্লেখ করা হলোঃ

ক) কৃষি খাতঃ

১) মৎস্য সম্পদঃ

- ❖ মৎস্য চাষ : কার্প জাতীয়-রুই, কাতলা, মৃগেল ইত্যাদি।
- ❖ মৎস্য চাষ : ক্যাট ফিস-পাংগাস, বোয়াল, পাবদা, টেংরা, মাগুর, শিং ইত্যাদি।
- ❖ মৎস্য চাষ : তেলাপিয়া, ভেটকি, চিতল, কৈ, থাই কৈ, শোল, গজার, পুঁটি ইত্যাদি।
- ❖ মৎস্য চাষ : চিংড়ি
- ❖ মৎস্য চাষ: (মিশ্র)
- ❖ মাছ চাষ : অন্যান্য

২) প্রাণী সম্পদঃ

১। পোল্ট্রি ফার্মঃ

- ❖ মুরগী (লেয়ার, ব্রয়লার, কক) খামার
- ❖ হাঁস/রাজহাঁস খামার
- ❖ পোল্ট্রি ফার্ম (অন্যান্য)

২। গবাদিপশু মোটাতাজাকরণ প্রকল্প

- ❖ গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্প
- ❖ মহিষ মোটাতাজাকরণ প্রকল্প
- ❖ গবাদিপশু (অন্যান্য) মোটাতাজাকরণ প্রকল্প

৩। দুগ্ধ খামারঃ

- ❖ গরুর দুগ্ধ খামার
- ❖ ছাগলের দুগ্ধ খামার
- ❖ ভেড়া/মহিষের দুগ্ধ খামার

- ❖ দুগ্ধ খামার (অন্যান্য

খ) কুটির শিল্প/ক্ষুদ্র শিল্প প্রকল্পঃ

- ❖ মৃৎ শিল্প
- ❖ ব্লক-বাটিক প্রিন্টিং
- ❖ গ্রামীণ স্যানিটারী সামগ্রী তৈরী
- ❖ তাঁত/বুনন শিল্প
- ❖ নকশী কাঁথা তৈরী
- ❖ কাঠের/স্টীলের আসবাবপত্র তৈরী
- ❖ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প (অন্যান্য)

গ) বাণিজ্যিক খাতঃ

- ❖ মুদি/মনোহরী
- ❖ ডিপার্টমেন্টাল স্টোর
- ❖ কাপড়ের ব্যবসা/তৈরী পোষাক ব্যবসা
- ❖ প্রাণী খাদ্য/মৎস্য খাদ্য বিক্রয়
- ❖ ধান/চাল/অন্যান্য কৃষিপণ্য ক্রয়-বিক্রয়
- ❖ সার/বীজ/কীটনাশক ব্যবসা
- ❖ পার্টসের দোকান
- ❖ ইলেকট্রিক সামগ্রী
- ❖ ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী
- ❖ ঔষধ ব্যবসা
- ❖ জুতার ব্যবসা
- ❖ ক্রোকারিজ সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়
- ❖ হার্ডওয়্যার ব্যবসা
- ❖ আসবাবপত্র বিক্রয়
- ❖ কম্পিউটার দোকান
- ❖ লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং/গাড়ী মেরামত ওয়ার্কসপ
- ❖ বাণিজ্যিক খাত (অন্যান্য)

বর্ণিত খাত সমূহের বাইরে দেশের বিদ্যমান আইন/ সময় সময় সরকার কর্তৃক ঘোষিত নির্দেশনা মোতাবেক নিষিদ্ধ নয় এবং বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক উৎপাদনশীল/বাণিজ্যিক/সেবামুলক যে কোন অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ঋণের খাত হিসাবে বিবেচিত হবে।

২৪. ঋণের মেয়াদঃ

ঋণের প্রকল্প/প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি, আকার ও সম্ভাব্য সুদ এবং ঋণ পরিশোধ ক্ষমতা বিবেচনা করে ঋণের মেয়াদ সর্বোচ্চ ১০ (দশ) বছর নির্ধারণ করা হবে।

ঋণের মেয়াদকাল ও পরিশোধসূচির নমুনাঃ

| ক্রম | ঋণের খাত/প্রকল্প | ঋণের মেয়াদ (সর্বোচ্চ) | গ্রেস/ মরাটেরিয়াম পিরিয়ড | ঋণ পরিশোধ-সূচী (সর্বোচ্চ) | বিতরণের সময়কাল |
|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | মৎস্য চাষ (কার্প জাতীয় মাছ) | ০২ বছর | ২৭০ দিন (০৯ মাস) | ১৫ টি মাসিক কিস্তিতে | বছরব্যাপী |
| ০২ | মৎস্য চাষ (ক্যাট ফিস) | ০২ বছর | ২৭০ দিন (০৯ মাস) | ১৫ টি মাসিক কিস্তিতে | বছরব্যাপী |
| ০৩ | মৎস্য চাষ (তেলাপিয়া, ভেটকি, | ০২ বছর | ০৩ মাস | প্রতি ৩ মাস অন্তর ৮ টি | বছরব্যাপী |

| ক্রম | ঋণের খাত/প্রকল্প | ঋণের মেয়াদ (সর্বোচ্চ) | গ্রেস/ মরাটেরিয়াম পিরিয়ড | ঋণ পরিশোধ-সূচী (সর্বোচ্চ) | বিতরণের সময়কাল |
|---|---|---|---|---|---|
| | চিতল, থাই কৈ ইত্যাদি) | | | কিস্তিতে | |
| ০৪ | মৎস্য চাষ (চিংড়ি) | ০২ বছর | ২৭০ দিন (০৯ মাস) | ১৫ টি মাসিক কিস্তিতে | বছরব্যাপী |
| ০৫ | মৎস্য চাষ (মিশ্র) | ০২ বছর | ০৬ মাস | ১৮ টি মাসিক কিস্তিতে | বছরব্যাপী |
| ০৬ | ব্রয়লার মুরগীর খামার | ০২ বছর | ৪৫ দিন | ৪৫ দিন পর পর ১৬ টি কিস্তিতে | বছরব্যাপী |
| | কক মুরগীর খামার | ০২ বছর | ০২ মাস | ০২ মাস অন্তর ১২ টি কিস্তিতে | বছরব্যাপী |
| ০৭ | লেয়ার মুরগীর খামার | ০২ বছর | ১৮০ দিন (০৬ মাস) | ১৮ টি মাসিক কিস্তিতে | বছরব্যাপী |
| ০৮ | পোল্ট্রি ফার্ম (হাঁস) | ০১ বছর | ০৬ মাস | ০৬ মাস অন্তর ২ টি কিস্তিতে | বছরব্যাপী |
| ০৯ | গবাদি পশু মোটাতাজাকরণ (গরু, মহিষ ইত্যাদি) | ০১ বছর | ১১ মাস | ১১ মাস পর এককালীন | বছরব্যাপী |
| ১০ | দুগ্ধ খামার | ০১ বছর | ০১ মাস | ১১ টি মাসিক কিস্তিতে | বছরব্যাপী |
| ১১ | মৃৎ শিল্প | ০১ বছর | ০১ মাস | ১১ টি মাসিক কিস্তিতে | বছরব্যাপী |
| ১২ | ব্লক-বাটিক প্রিন্টিং | ০১ বছর | ০১ মাস | ১১ টি মাসিক কিস্তিতে | বছরব্যাপী |
| ১৩ | গ্রামীন স্যানিটারী সামগ্রী তৈরী | ০১ বছর | ০১ মাস | ১১ টি মাসিক কিস্তিতে | বছরব্যাপী |
| ১৪ | তাঁত/বুনন শিল্প | ০১ বছর | ০১ মাস | ১১ টি মাসিক কিস্তিতে | বছরব্যাপী |
| ১৫ | নকশী কাঁথা তৈরী | ০১ বছর | ০১ মাস | ১১ টি মাসিক কিস্তিতে | বছরব্যাপী |
| ১৬ | কাঠের/স্টীলের আসবাবপত্র তৈরী | ০২ বছর | ০১ মাস | ২৩ টি মাসিক কিস্তিতে | বছরব্যাপী |
| ১৭ | মুদি/মনোহরী | ০৫ বছর | ০১ মাস | ৫৯ টি মাসিক কিস্তিতে | বছরব্যাপী |
| ১৮ | ডিপার্টমেন্টাল স্টোর | ০৫ বছর | ০১ মাস | ৫৯ টি মাসিক কিস্তিতে | বছরব্যাপী |
| ১৯ | কাপড়ের ব্যবসা/তৈরী পোষাক ব্যবসা | ০৫ বছর | ০১ মাস | ৫৯ টি মাসিক কিস্তিতে | বছরব্যাপী |
| ২০ | প্রাণী খাদ্য/মৎস্য খাদ্য বিক্রয় | ০২ বছর | ০১ মাস | ২৩ টি মাসিক কিস্তিতে | বছরব্যাপী |
| ২১ | ধান/চাল/অন্যান্য কৃষিপণ্য ক্রয়-বিক্রয় | ০২ বছর | ০১ মাস | ২৩ টি মাসিক কিস্তিতে | বছরব্যাপী |
| ২২ | সার/বীজ/কীটনাশক ব্যবসা | ০২ বছর | ০১ মাস | ২৩ টি মাসিক কিস্তিতে | বছরব্যাপী |
| ২৩ | পার্টসের দোকান | ০৫ বছর | ০১ মাস | ৫৯ টি মাসিক কিস্তিতে | বছরব্যাপী |
| ২৪ | ইলেকট্রিক সামগ্রী | ০৫ বছর | ০১ মাস | ৫৯ টি মাসিক কিস্তিতে | বছরব্যাপী |
| ২৫ | ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী | ০৫ বছর | ০১ মাস | ৫৯ টি মাসিক কিস্তিতে | বছরব্যাপী |
| ২৬ | ঔষধ ব্যবসা | ০৫ বছর | ০১ মাস | ৫৯ টি মাসিক কিস্তিতে | বছরব্যাপী |
| ২৭ | জুতার ব্যবসা | ০৫ বছর | ০১ মাস | ৫৯ টি মাসিক কিস্তিতে | বছরব্যাপী |
| ২৮ | ক্রোকারিজ সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় | ০৫ বছর | ০১ মাস | ৫৯ টি মাসিক কিস্তিতে | বছরব্যাপী |
| ২৯ | হার্ডওয়্যার ব্যবসা | ০৫ বছর | ০১ মাস | ৫৯ টি মাসিক কিস্তিতে | বছরব্যাপী |
| ৩০ | আসবাবপত্র বিক্রয় | ০৫ বছর | ০১ মাস | ৫৯ টি মাসিক কিস্তিতে | বছরব্যাপী |
| ৩১ | কম্পিউটার দোকান | ০৫ বছর | ০১ মাস | ৫৯ টি মাসিক কিস্তিতে | বছরব্যাপী |
| ৩২ | লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং/গাড়ী মেরামত ওয়ার্কসপ | ০৫ বছর | ০১ মাস | ৫৯ টি মাসিক কিস্তিতে | বছরব্যাপী |

বিঃ দ্রঃ উপরোক্ত খাতের বাইরে যে কোন প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্পের ধরণ অনুযায়ী ঋণের মেয়াদ, গ্রেস পিরিয়ড, পরিশোধসূচি মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করতে পারবেন।

২৫. পুনঃঅর্থায়নঃ

নিয়মিত ঋণ পরিশোধকারী ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ মঞ্জুরীকারী কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা অনুযায়ী পুনঃঅর্থায়ন করা যাবে।

২৬. ঋণের চার্জ ডকুমেন্টঃ

১. ডিপি নোট-৫০ টাকার রেভিনিউ ষ্ট্যাম্পযুক্ত;

২. প্রকল্প/প্রতিষ্ঠানের সকল অস্থাবর সম্পত্তি/মালামাল ব্যাংকের নিকট হাইপোথিকেশনে রাখার জন্য ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক স্বাক্ষরিত হাইপোথিকেশন ডিড-৩০০/- (তিনশত) টাকার এ্যাডহেসিভ ষ্ট্যাম্পযুক্ত;

৩. Letter of continuity-৩০০/- (তিনশত) টাকার এ্যাডহেসিভ ষ্ট্যাম্পযুক্ত (বাণিজ্যিক ঋণের ক্ষেত্রে);

৪. Letter of disbursement, Letter of arragement, ডিপি নোট ডেলিভারী লেটার ও Memorandum of cheque নির্ধারিত ফরমে সম্পাদন করতে হবে (ষ্ট্যাম্পের প্রয়োজন নেই);

৮. তৃতীয় পক্ষের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি-৩০০/- (তিনশত) টাকার এ্যাডহেসিভ ষ্ট্যাম্পযুক্ত;

৯. ঋণ মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুযায়ী ঋণ গ্রহণে সম্মত আছে এ মর্মে ঋণগ্রহীতার সম্মতিপত্র (Letter Of consent) নিতে হবে।

১০. মেমোরেন্ডাম অফ টাইটেল ডিড-৩০০/- (তিনশত) টাকার এ্যাডহেসিভ ষ্ট্যাম্পযুক্ত;

১১. ঋণ গ্রহীতার বন্ধকী সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত দলিলপত্রাদি গ্রহণ করতে হবে এবং রেজিষ্টার্ড বন্ধকী দলিল ও আমমোক্তারনামা দলিল নিতে হবে।

১২. বন্ধকদাতা তৃতীয় পক্ষ হলে বন্ধকী সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত দলিলপত্রাদি এবং ১ম শ্রেণির হাকিম আদালতে হলফনামা নিতে হবে। রেজিষ্টার্ড বন্ধকী দলিল এবং আমমোক্তারনামা দলিল নিতে হবে।

২৭. ঋণ' (জামানতবিহীন ও জামানতসহ) এর আবেদনের প্রাক যোগ্যতামূলক কাগজপত্রঃ

ক) ঋণ আবেদনপত্র (নির্ধারিত ফরমে );

খ) আবেদনকারীর সদ্য তোলা ০৩ (তিন) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি, বর্তমান ঠিকানা এবং স্থায়ী ঠিকানা সম্বলিত পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র;

গ) গ্যারান্টরের সদ্য তোলা ০২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি, বর্তমান ঠিকানা এবং স্থায়ী ঠিকানা সম্বলিত পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র;

ঘ) হাল নাগাদ ট্রেড লাইসেন্সের ফটোকপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

ঙ) প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণসহ প্রকল্পের ঠিকানা (আয়-ব্যয় বিবরণীসহ)। নতুন প্রকল্প হলে সম্ভাব্য আয়-ব্যয় বিবরণী পরবর্তী ০১ (এক বছরের)।

চ) প্রকল্পের স্থানঃ

১) দোকান/গোডাউন ভাড়ার ক্ষেত্রে চুক্তি পত্র এবং Letter of Disclaimer নিতে হবে;

২) নিজস্ব হইলে মালিকানার প্রমাণপত্র;

৩) ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকার উর্দ্ধে ঋণের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক প্রধান/ প্রতিনিধি এবং শাখা ব্যবস্থাপকের সমন্বয়ে Financial feasibility study করে ঋণ প্রদানের যৌক্তিকতা যাচাই করে প্রত্যয়ন দিতে হবে;

ছ) প্রশিক্ষণ/অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট এর সত্যায়িত ফটোকপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

জ) ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাবলীঃ

১) ব্যক্তিগত ঋণের বিবরণ (অন্য কোন ঋণ থাকলে তার বিবরণী);

২) কোন সংস্থা, এনজিও, ব্যাংক হতে ঋণ নিয়ে থাকলে তার বিবরণ;

৩) ঋণ খেলাপী কিনা (হ্যাঁ/না)।

ঝ) বাংলাদেশ ব্যাংকের সিআইবি ব্যুরোর সাথে Agreement না হওয়া পর্যন্ত ঋণ গ্রহীতাদের সিআইবি রিপোর্ট ব্যতীত অত্র নীতিমালা অনুযায়ী ঋণ প্রদান করা যাবে।

২৮. নীতিমালা কার্যকর ও সংশোধন ক্ষমতাঃ

এই নীতিমালা জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে। এই নীতিমালা সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন করার ক্ষমতা ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের উপর ন্যস্ত থাকবে।